ভোরের কাগজ

তারিখ ··· 10 MAR 1998 ···
পৃষ্ঠা ··· ৭ ··· কলাম ··· ৮ ···

রংপুর কারমাইকেল কলেজ বন্ধ

শিবিরের তাণ্ডব, সংঘর্ষ ৩ শিক্ষকসহ আহত ২০

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রশিবিরের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সঙ্গে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ ও শিবির ক্যাডারদের গুলি ও ককটেল তাণ্ডবের জের ধরে তিনজন শিক্ষকসহ ২০ জন ছাত্র আহত হয়েছে। শিবিরকর্মীরা অধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর এবং কমপক্ষে ১২ রাউন্ড গুলি ছুড়েছে বলে ছাত্র-শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ লাখ হবে বলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে। কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার মধ্যে ছাত্রদের হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কলেজ ক্যাম্পাসে জাসদ ছাত্রলীগের একটি ব্যানার ছাত্রশিবিরের কর্মীরা ছিঁড়ে ফেলে। এরপর শিবিরের ক্যাডাররা সশস্ত্র অবস্থায় অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য হুমকি দিতে থাকে। সব ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট আতাউর রহমানকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরোধ জানান। এ পরিস্থিতির মুখে বেলা ১২টার সময় শিবিরের ক্যাডার বাহিনী কলেজ অধ্যক্ষের কক্ষে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এ সময় ছাত্রঐক্য নেতাকর্মীদের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। দীর্ঘ চার ঘন্টাব্যাপী উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। এ সময় শিবিরকর্মীরা গোলাগুলি চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারা অর্ধশতাধিক ককটেলেরও বিস্ফোরণ ঘটায় বলে সর্বদলীয় ছাত্র নেতারা অভিযোগ করেছেন।

এদিকে শিক্ষকরা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট কোনো নির্দেশ না দেওয়ায় পুলিশ কোনো একশনে যেতে পারেনি। বিকেলে এএসপি সার্কেল দিদার আহম্মেদের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ক্যাম্পাসে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এ ঘটনার পর শহরের পরিস্থিতি থমথমে। আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যারা ভর্তি হয়েছেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ছাত্র ইউনিয়ন কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক খোকন সাহা, ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মী মিজান, শফিক, জাসদ ছাত্রলীগ কর্মী মায়াম ও আমিনুল।